ওমরাহ ও হজ গাইড

মাওলানা হাবিব উজ জামান আজম

গ্রন্থস্বত্ব: লেখক

Umrah and Haj Guide

Mawlana Habib Uz Zaman Azam

Copyright: Writter

আল্লাহর সম্মানিত বিশেষ মেহমানদের জন্য মাসায়েল, বিধি-বিধান, পরামর্শ এবং হজ বা ওমরাহ পালনের উপকারিতা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে তৈরি - 'ওমরাহ ও হজ গাইড'।

E-Mail & Facebook: habibazambd71@gmail.com

ISBN No. - 978-984-36-0047-9

সম্পাদনায়

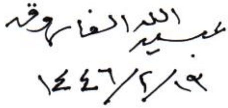

(শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা ওবায়দুল্লাহ ফারুক)
(বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক, লেখক ও আলোচক)
জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা, ঢাকা।

(মুফতী মো. আব্দুল্লাহ্)
গ্র্যান্ড মুফতী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা
ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

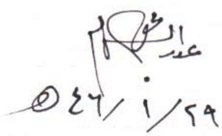

(শায়খুল হাদীস মুফতী আব্দুস সালাম নো'মানী)
বিভাগীয় প্রধান: উলুমুল হাদীস
ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ বসুন্ধরা, ঢাকা।

সূচিপত্র

কিছু কথা	১০
হজ বিষয়ক	১১-১৩
ওমরাহ বিষয়ক	১৪
মহিলাদের হজ বা ওমরাহ পালনের নিয়মাবলী	১৫-১৯
ইহরাম বিষয়ক	১৯-২৩
তালবিয়া	২৩-২৫
মীকাত বিষয়ক	২৬-২৮
কাবা ঘর প্রথম দেখার নিয়ম ও দু'আ	২৯
তাওয়াফ বিষয়ক	৩০-৩৬
হজ বা ওমরায় দু'আ দুরূদ বিষয়ক	৩৭-৫৯
যমযম পানি পানের নিয়ম ও দু'আ	৬০
সাফা-মারওয়া পাহাড়ে সা'ঈ বিষয়ক	৬১-৬৬
মাথা মুণ্ডানো বা চুল কাটার নিয়ম ও অন্যান্য বিষয়ক	৬৭-৭৩
বদলি হজ	৭৪-৭৫
হজ বা ওমরাহ কবুল হওয়ার জন্য করণীয়	৭৫-৮১
মদীনা যিয়ারত বিষয়ক	৮১-৯৩
সফরে নামাযের বিধি-বিধান	৯৪-৯৬
হজ-ওমরাহ, পালনে অন্যান্য বিষয়সমূহ	৯৭-১০২
একনজরে ওমরাহ ও হজ বিষয়ক প্রশ্নোত্তর	১০৩-১১৩
হজ যাত্রীদের যে সকল জিনিসপত্র সাথে নিতে হবে	১১৪-১১৫
মসজিদে নববীর পরিচিতি	১১৬-১২০

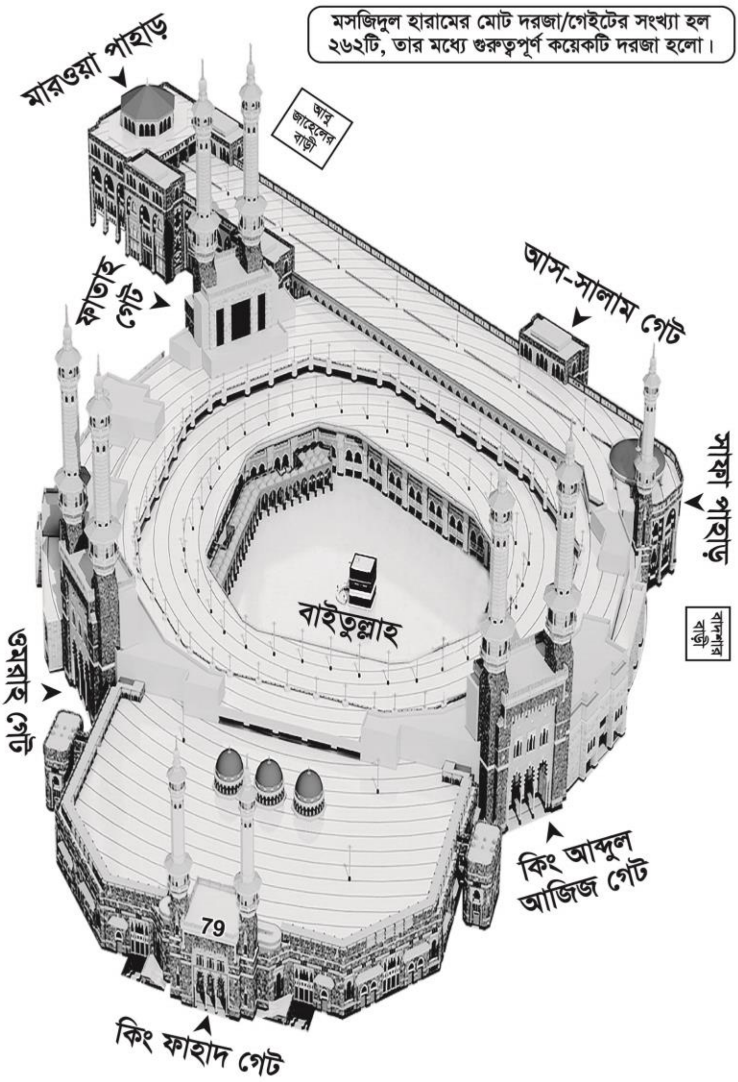
মসজিদুল হারামের মোট দরজা/গেইটের সংখ্যা হল ২৬২টি, তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দরজা হলো।
মারওয়া পাহাড়
আবু জাহেলের বাড়ী
আস-সালাম গেট
ফাতাহ গেট
সাফা পাহাড়
বাইতুল্লাহ
ওমরাহ গেট
কিং আব্দুল আজিজ গেট
79
কিং ফাহাদ গেট

পবিত্র কা'বা ঘরের পরিচিতি

ওমরাহ ও হজ গাইড - ৬

‘লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক’

(হজ্জে বাইতুল্লাহ ও যিয়ারতে মদীনা)

‘হজ বা ওমরার যাত্রী আল্লাহর বিশেষ মেহমান’

নারী-পুরুষ উভয়ের হজ-ওমরার উপকরণসমূহ

কিছু কথা

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'আলারই জন্য, যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক। একজন মুমিনের মনে সবসময় স্বপ্ন লালিত হয় যে, মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ঘরের পবিত্র স্পর্শ লাভ এবং প্রিয় নবীজীর রওজা শরিফে সালাম জানানোর। একসময় অনেকেরই ডাক আসে আল্লাহর পবিত্র ঘরে 'লাব্বাইক' বলে হাজিরা দেওয়ার জন্য।

তাই সহীহ্ তরীকায় ‘হজ বা ওমরাহ’ পালন করা প্রত্যেকেরই একান্ত কাম্য। এজন্য ঘর থেকে বের হয়ে আবার ঘরে ফিরে আসা পর্যন্ত সবগুলো অত্যাবশ্যকীয় নিয়ম-নীতি ও কার্যক্রমসমূহ এবং প্রয়োজনীয় দু'আ ও আমলগুলো ধারাবাহিকভাবে এই গাইডে উল্লেখ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো, যেন আল্লাহর মেহমানরা সহজে ও বিশুদ্ধভাবে, পরিপূর্ণতার সাথে এবং মনের তৃপ্তিতে হজ বা ওমরাহ পালন করতে পারেন।

অভিজ্ঞতার আলোকে দেখেছি; নিয়ত, তাওয়াফ, সা'ঈ এবং যিয়ারতের দু'আ-দুরূদ ও গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েলসমূহ বিভিন্ন বই থেকে খুঁজে বের করে তা জানা বা আমল করা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। তাই যারা হজ বা ওমরাহ এবং মদীনার রওজা পাকের যিয়ারতের ইচ্ছা করেন, আশা করি তাঁরা এই বইখানির দ্বারা অনেক উপকৃত হবেন ইনশা-আল্লাহ্!

আমি আল্লাহর খাস মেহমানদের নিকট দু'আ কামনা করছি-

অধম বান্দা
মাওলানা হাবিব উজ জামান আজম

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

হজ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلًا ، وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ

উচ্চারণঃ "ওয়া লিল্লাহি আলান নাসি হিজ্জুল বাইতি মানিস তাত্বাআ ইলাইহি সাবিলা, ওয়া মান কাফারা ফাইন্নাল্লাহা গানিইয়ুন আনিল আলামিন।"

অর্থঃ "আল্লাহর (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে মানুষের ওপর এ (কাবা) গৃহের হজ পালন করা অবশ্য কর্তব্য (কিন্তু তা সবার জন্য নয়, বরং;) যে সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য রাখে। আর যে তা অস্বীকার করে, তবে তাতে আল্লাহর কোনো ক্ষতি হবে না, কেননা আল্লাহ বিশ্বজগতের কারো মুখাপেক্ষী নন।" (সূরা আল ইমরানঃ আয়াত-৯৭)

হজের সূচনা

হযরত ইব্রাহীম (আ.) কাবা ঘরের পুনঃনির্মাণ কার্য সম্পন্ন শেষে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে সাফা পাহাড়ে দাঁড়িয়ে হজের ঘোষণা দেন। তাঁর এই ঘোষণা তখন দুনিয়ায় বিদ্যমান ও রুহ জগতে অবস্থানকারী এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মানুষের কানেই পৌঁছে দেওয়া হয়। তখন থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত শুধুমাত্র তারাই 'হজ' পালন করবে, যারা সেদিন তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বলেছিল-**'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক!'** (জামিউল বয়ানঃ খন্ডঃ ১৮)

হজ তিন প্রকারঃ

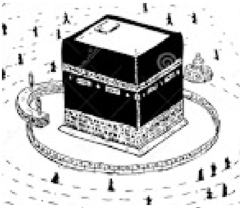

- ইফরাদ হজ (শুধুই হজ)
- ক্বিরান হজ (ওমরাহ + হজ)
- তামাত্তু হজ (ওমরাহ → হজ)

১. ইফরাদ হজঃ মীকাত থেকে বা মীকাতের আগেই হজের নিয়তে ইহরাম বেঁধে মক্কা শরীফ গিয়ে ইহরাম না ছেড়ে হজ পর্যন্ত অপেক্ষা করে হজ করাকে ইফরাদ হজ বলে। (ইহ্ইয়ায়ে উলূমিদ্দীনঃ ১/২৩২)

২. ক্বিরান হজঃ মীকাত থেকে বা মীকাতের আগেই ওমরাহ ও হজের ইহরাম একত্রে বেঁধে মক্কা শরীফে গিয়ে প্রথমে ওমরাহ পালন করে ইহরাম না ছেড়ে ওই একই ইহরামে হজ করাকে ক্বিরান হজ বলে।

৩. তামাত্তু হজঃ মীকাত থেকে বা মীকাতের আগেই ওমরার ইহরাম বেঁধে মক্কা শরীফে গিয়ে ওমরাহ শেষ করে ইহরাম ছেড়ে দিয়ে আবার পরে হজের জন্য ইহরাম বেঁধে হজ করাকে তামাত্তু হজ বলে।

ওমরাহ

‘ওমরাহ’ একটি আরবি শব্দ। এর অর্থ পরিদর্শন করা, যিয়ারত করা, বা ভ্রমণ করা। হজের নির্দিষ্ট দিনগুলো ছাড়া-অর্থাৎ ৮ জিলহজ থেকে ১৩ জিলহজ ব্যতীত-সারা বছরই ওমরাহ করা যায়। শরিয়তের পরিভাষায়, ওমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধে মক্কায় পৌঁছে তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মাঝে সা’ঈ করে মাথা মুণ্ডানো বা চুল কেটে ইহরাম ভাঙার আমলকেই ওমরাহ বলে। ওমরাহকে ছোট হজ বলা হয়। (ফাতহুল বারীঃ তৃতীয় খণ্ড- ৫৯৭)

মহিলাদের হজ বা ওমরাহ পালনের নিয়মাবলী

মহিলাদের হজের ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা খুবই জরুরি। যাদের সাথে বিবাহ স্থায়ীভাবে হারাম (অর্থাৎ মাহরাম) এমন পুরুষ সঙ্গী ছাড়া মহিলাদের ওমরাহ বা হজের সফর নিষিদ্ধ এবং এটি কবিরা গুনাহ। মহিলাদের জন্য স্বামী বা মাহরাম পুরুষ সাথে থাকা শর্ত। মাহরাম পাওয়া না গেলে সেক্ষেত্রে শেষ জীবন পর্যন্ত অপেক্ষা করে নিজে হজে না গিয়ে বদলি হজ করানো অধিকতর সঙ্গত। এর জন্য প্রয়োজন অসিয়ত করে যাওয়া। (রফীক্বে হজ: পৃ. ৪৪)

মাহরাম সঙ্গী থাকলেও পর্দার ব্যাপারে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। হজে সফরে অধিকাংশ মহিলা পর্দার প্রতি তেমন গুরুত্ব দেন না। অথচ পর্দা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয। শরিয়তের বিধি-বিধান বজায় রেখে যেসব মহিলা হজ সম্পন্ন করতে চান, তাদের জন্য 'তামাত্তু হজ' পালন করাই শ্রেয়। (রফীক্বে হজ: পৃ. ৭৪)

মহিলাদের ব্যতিক্রমী মাসায়েল:

হজ বা ওমরাহ পালনের ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষ উভয়ের জন্য সব কাজ ও আমল প্রায় একই রকম। মহিলাদের ব্যতিক্রমী মাসায়েলগুলো নিম্নে বর্ণিত হলো:

ইহরাম

'ইহরাম' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো কোনো বস্তু বা কর্মকে হারাম বা নিষিদ্ধ করা। আর হজ বা ওমরাহ পালনকারী ইহরামের মাধ্যমে এমন কিছু কাজকে নিজের ওপর হারাম তথা নিষিদ্ধ করে নেয়, যা তার জন্য স্বাভাবিক অবস্থায় হালাল ছিল। (রদ্দুল মুহতার: ২/৫৫৫)

স্থানগত মীকাত ৫টি:

১. মদিনা বাসীদের জন্য মীকাত হলো - যুল-হুলাইফা।

২. সিরিয়া বাসীদের জন্য মীকাত হলো - আল-জুহফা।

৩. নজদ বাসীদের জন্য মীকাত হলো - কারনুল-মানাজিল।

৪. ইয়ামান বাসীদের জন্য মীকাত হলো - ইয়া-লামলাম।

৫. ইরাক বাসীদের জন্য মীকাত হলো - যাতু-ইরাক।

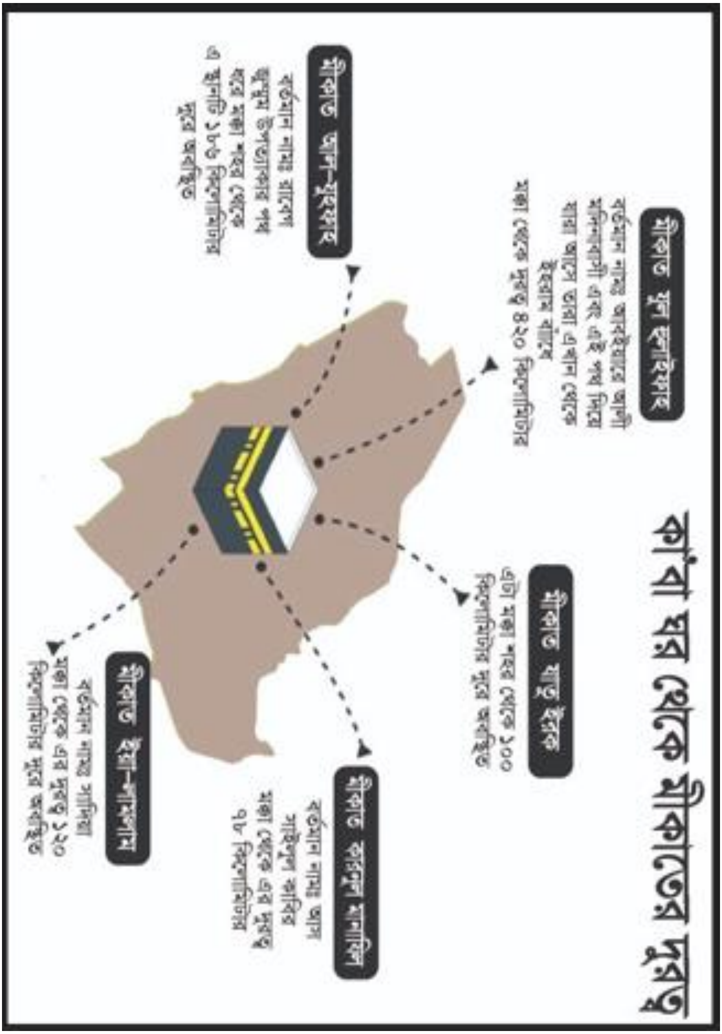
কা'বা ঘর থেকে মীকাতের দুরত্ব
মীকাত যুল হুলাইফাহ
বর্তমান নামঃ আবইয়ারে আলী
মদিনাবাসী এবং এই পথ দিয়ে
যারা আসে তারা এখান থেকে
ইহরাম বাঁধে
মক্কা থেকে দুরত্ব ৪২০ কিলোমিটার
মীকাত যাতু ইরক
এটা মক্কা শহর থেকে ১০০
কিলোমিটার দুরে অবস্থিত
মীকাত আল-যুহফাহ
বর্তমান নামঃ রাবেগ
জুহ্ফা উপত্যাকার পথ
ধরে মক্কা শহর থেকে
এ স্থানটি ১৮৬ কিলোমিটার
দুরে অবস্থিত
মীকাত কারনুল মানাযিল
বর্তমান নামঃ আস
সাইলুল কাবির
মক্কা থেকে এর দুরত্ব
৭৮ কিলোমিটার
মীকাত ইয়া-লামলাম
বর্তমান নামঃ সাদিয়া
মক্কা থেকে এর দুরত্ব ১২০
কিলোমিটার দুরে অবস্থিত

তাওয়াফ মোট সাত প্রকারঃ

১. তাওয়াফে কুদুম - আগমনী তাওয়াফ।

২. তাওয়াফে ওমরাহ - ওমরাতে যে তাওয়াফ করা হয়।

৩. তাওয়াফে নফল - অতিরিক্ত ইবাদাত হিসেবে করা।

৪. তাওয়াফে যিয়ারত - হজের ফরয তাওয়াফ।

৫. তাওয়াফে নযর - মান্নতের তাওয়াফ।

৬. তাওয়াফে তাহিয়্যাহ - হারাম শরীফে প্রবেশের তাওয়াফ।

৭. তাওয়াফে বিদা - বিদায়ী তাওয়াফ। (মুয়াল্লিমুল হুজ্জাজঃ পৃ. ১৪৫)

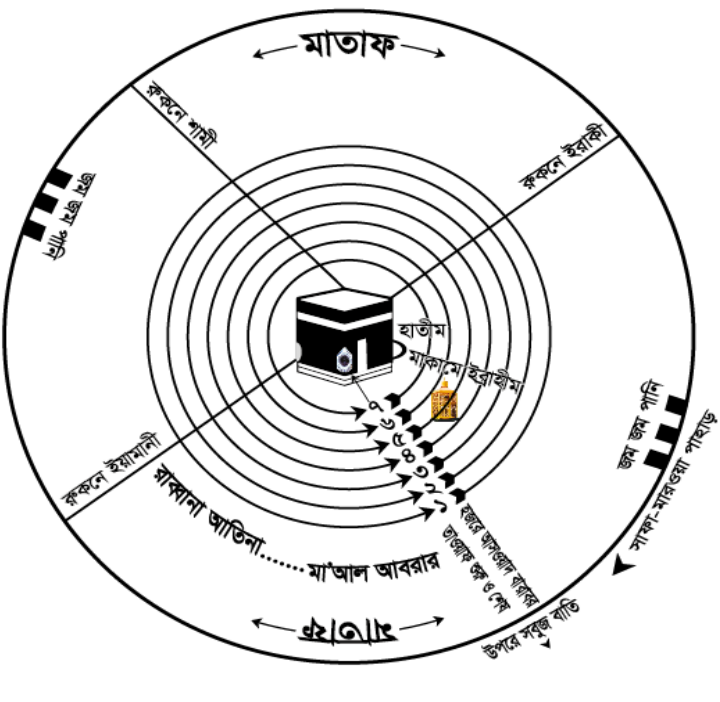

মক্কা-মদীনা দু'আ কবুলের স্থানসমূহ

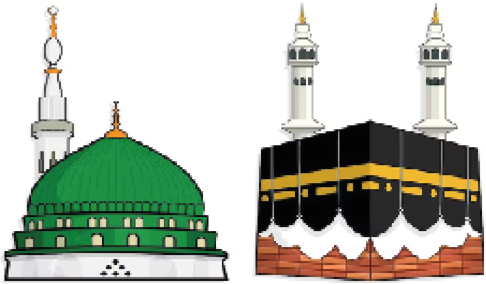

- বাইতুল্লাহর দিকে যখন প্রথম নজর পড়ে
- হাজরে আসওয়াদে
- মুলতাযামে
- জমজম কূপের কাছে
- হাতিমের মধ্যে
- মাকামে ইব্রাহীহিমের কাছে
- মাতাফে
- কা'বা ঘরের চারপাশে
- সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে
- কঙ্কর নিক্ষেপের স্থানে
- মিনার মসজিদে খায়েফে
- মিনা ও মুজদালিফার স্থানে
- মসজিদে নামিরায়
- আরাফাতের ময়দানে
- জাবালে সউর ও হেরা গুহায়
- মাথা মুণ্ডন বা চুল কর্তনের সময়
- রাসূল (সা.) এর রওযা মুবারকে ও রিয়াদুল জান্নায়
- জান্নাতুল বাক্বীতে উহুদের ময়দানে মসজিদে কুবায়

উক্তস্থান গুলোতে খুব আদব, ভক্তি ও বিনয়ের সাথে এবং খাস দিলে ও কান্নাকাটির মাধ্যমে দু'আ করা চাই।

মদিনায় যেভাবে নির্মিত হলো মসজিদে নববী

মক্কা থেকে হিজরতের পর রাসূল (সা.)- এর উট মদীনায় যে জায়গাটিতে বসে পড়েছিল, সেখানেই তৈরি করা হয় ঐতিহাসিক মসজিদে নববী। মদিনার দুই এতিম বালক 'সাহল ও সোহাইলের' কাছ থেকে ১০ দিনারের বিনিময়ে জায়গাটি কিনে নেওয়া হয়। টাকা পরিশোধ করেন হযরত আবু বকর (রা.)।

জমির ছোট এক অংশে রাসূল (সা.)- এর ঘর এবং বাকি অংশজুড়ে তৈরি করা হয় মসজিদ। ৬২২ সালে রাসূল (সা.) মসজিদ নির্মাণকাজ শুরু করেন। ৬২৩ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় সাত মাস সময় লাগে কাজ শেষ হতে। বর্তমান মসজিদে নববীর আয়োতন ৪,৩১১,০০০ বর্গ ফূট। তিনি নিজে এই মসজিদ নির্মাণে অংশ নিয়েছেন। এর সংলগ্ন ঘরে বাকি জীবন কাটিয়েছেন। এখনো তাঁর 'রওজা' এই মসজিদের ভেতরেই।

এই মসজিদে প্রবেশ করলে দর্শনার্থীদের দৃষ্টি স্বভাবত এর অপূর্ব মিহ্‌রাবগুলোর দিকে যায়। মসজিদে নববীতে মোট ৫টি মিহ্‌রাব রয়েছে। এর কোনোটি নবীযুগে নির্মিত, কোনোটি পরবর্তী যুগের 'খলিফারা' যুক্ত করেছেন।

মিহ্‌রাবে নববী: মিহ্‌রাবে নববী হলো মহানবী (রা.)- এর ব্যবহৃত মিহ্‌রাব। এখনো মিহ্‌রাবটি সেই স্থানে অবস্থিত, যেখানে নবী মুহাম্মদ (সা.) নামাজের ইমামতি করতেন। আজও মসজিদে নববীর ইমাম এই একই স্থান থেকে নামাজের নেতৃত্ব দেন। এই মসজিদকে কেন্দ্র করে নবগঠিত মদিনা রাষ্ট্রের যাবতীয় কাজ কর্ম পরিচালিত হতো।

মসজিদে নববীর দরজা ও রওজা শরীফ

মসজিদে নববীর ৪২টি দরজা রয়েছে, প্রতি দরজার রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন নাম।

বাবে আস-সালাম	(দরজা নং ১)
বাবে আবু বকর	(দরজা নং ২)
বাবে আর-রাহমাহ	(দরজা নং ৩)
বাবে আল-হিজরা	(দরজা নং ৪)
বাবে কুবা	(দরজা নং ৫)
বাবে মালিক আল-সৌদ	(দরজা নং ৭,৮,৯)
বাবে ইমাম বুখারী	(দরজা নং ১০)
বাবে আল-আকীক	(দরজা নং ১১)
বাবে আল-মাজিদী	(দরজা নং ১২, ১৩, ১৪)
বাবে উমর ইবনুল খাত্তাব	(দরজা নং ১৬, ১৭, ১৮)
বাবে বদর	(দরজা নং ১৯)
বাবে মালিক আল-ফাহাদ	(দরজা নং ২০, ২১, ২২)
বাবে উহুদ	(দরজা নং ২৩)
বাবে উসমান ইবনে আফফান	(দরজা নং ২৪, ২৫, ২৬)
বাবে আলী ইবনে আবি তালিব	(দরজা নং ২৮, ২৯, ৩০)
বাবে আবু যর গিফারি	(দরজা নং ৩১)
বাবে মুসলিম	(দরজা নং ৩২)
বাবে আব্দুল আজিজ	(দরজা নং ৩৩, ৩৪, ৩৫)
বাবে মক্কা	(দরজা নং ৩৭)
বাবে বিলাল	(দরজা নং ৩৮)
বাবে উন-নিসা	(দরজা নং ৩৯)
বাবে জিবরীল	(দরজা নং ৪০)
বাবে আল-বাকী	(দরজা নং ৪১)
বাবে উল-আইম্মাহ বা বাবে উল- জানাইজ	(দরজা নং ৪২)
মসজিদে নববীর ছাদে যেতে হলে	(দরজা নং ৬ ও ৩৬)

মসজিদে নববীর পরিচিতি

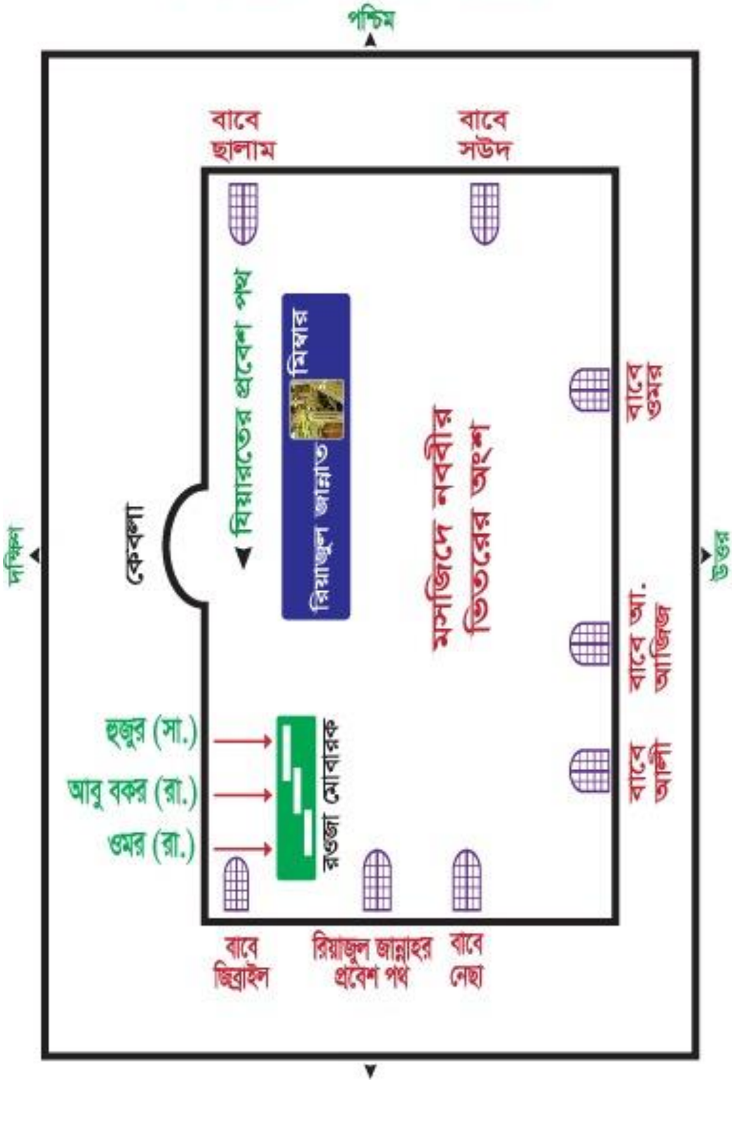

উত্তর
মসজিদে হারাম ও তার আশপাশে যা কিছু আছে
পশ্চিম
পূর্ব
পূর্ব দিকের চত্বর
মক্কা লাইব্রেরি
বাস স্টেশন
জাবালে ওমর প্রজেক্ট
জমজম টাওয়ার
মক্কা মেরিডিয়ান হোটেল
Safaa and Marwa
pilgrimage route between 2 hills
রহস্যময় কবুতর চত্বর
মক্কা জাদুঘর
ক্লিনিক
রেড ক্রিসেন্ট
সিঁড়ির ধাপ
লিফট
হারানো জিনিসপত্র প্রাপ্তির কেন্দ্র
পুল
টয়লেট - পুরুষ
টয়লেট - মহিলা
উযুর স্থান - পুরুষ
উযুর স্থান - মহিলা
ধর্মীয় দিক-নির্দেশনা কেন্দ্র
সেফ ডিপোজিট
হারানো ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধান কেন্দ্র
বধির ও বোবাদের ইবাদতের স্থান
হুইলচেয়ার স্টোর
হুইলচেয়ার প্রবেশের স্থান
প্রধান দরজা
চলন্ত সিঁড়ি
বাস স্টেশন
পরামর্শ প্রদান ও দিক-নির্দেশনা কেন্দ্র
পরিবেশনায়: মাওলানা হাবিব উজ জামান আজম, মোবাইল: ০১৬১৬- ৪৬ ৪০ ৪৬, হাদিয়া ৭০/-
দক্ষিণ
ISBN NO: 978-984-35-7511-1
মক্কার আশেপাশে আরও অনেক দর্শনীয় স্থান রয়েছে

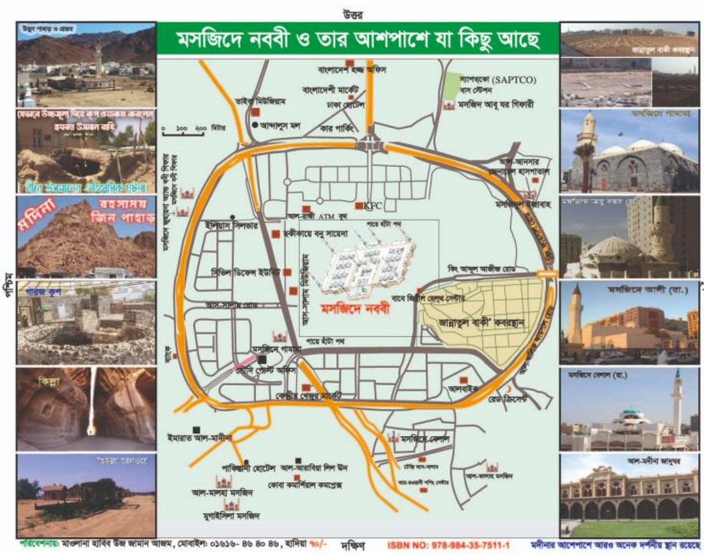
উত্তর
মসজিদে নববী ও তার আশপাশে যা কিছু আছে
পশ্চিম
পূর্ব
বাংলাদেশ হজ্জ অফিস
বাংলাদেশী মার্কেট
ঢাকা হোটেল
তাইবা মিউজিয়াম
আন্দালুস মল
কার পার্কিং
স্যাপকো (SAPTCO) বাস স্টেশন
মসজিদ আবু যর গিফারী
আল-আনসার জেনারেল হাসপাতাল
KFC
আল-রাজী ATM বুথ
পায়ে হাঁটা পথ
ইলিয়াস সিলভার
ছকীফায়ে বনু সায়েদা
সিভিল ডিফেন্স ইউনিট
মসজিদে নববী
বাবে জিব্রীল হেলথ সেন্টার
কিং আব্দুল আজীজ রোড
জান্নাতুল বাকী' কবরস্থান
মসজিদে গামামা
আলবাইক
রেড ক্রিসেন্ট
ইমারাত আল-মাদীনা
মসজিদে বেলাল
পাকিস্তানী হোটেল
আল-আরাবিয়া লিল উদ
আল-মালহা মসজিদ
কোবা কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স
মুগাইস্লিা মসজিদ
আল-জালাহ মসজিদ
মদিনা রহস্যময় জিন পাহাড়
গারজ কূপ
কিল্লা
মসজিদে আলী (রা.)
মসজিদে বেলাল (রা.)
আল-মদীনা জাদুঘর
পরিবেশনায়: মাওলানা হাবিব উজ জামান আজম, মোবাইল: ০১৬১৬- ৪৬ ৪০ ৪৬, হাদিয়া ৭০/-
দক্ষিণ
ISBN NO: 978-984-35-7511-1
মদীনার আশেপাশে আরও অনেক দর্শনীয় স্থান রয়েছে

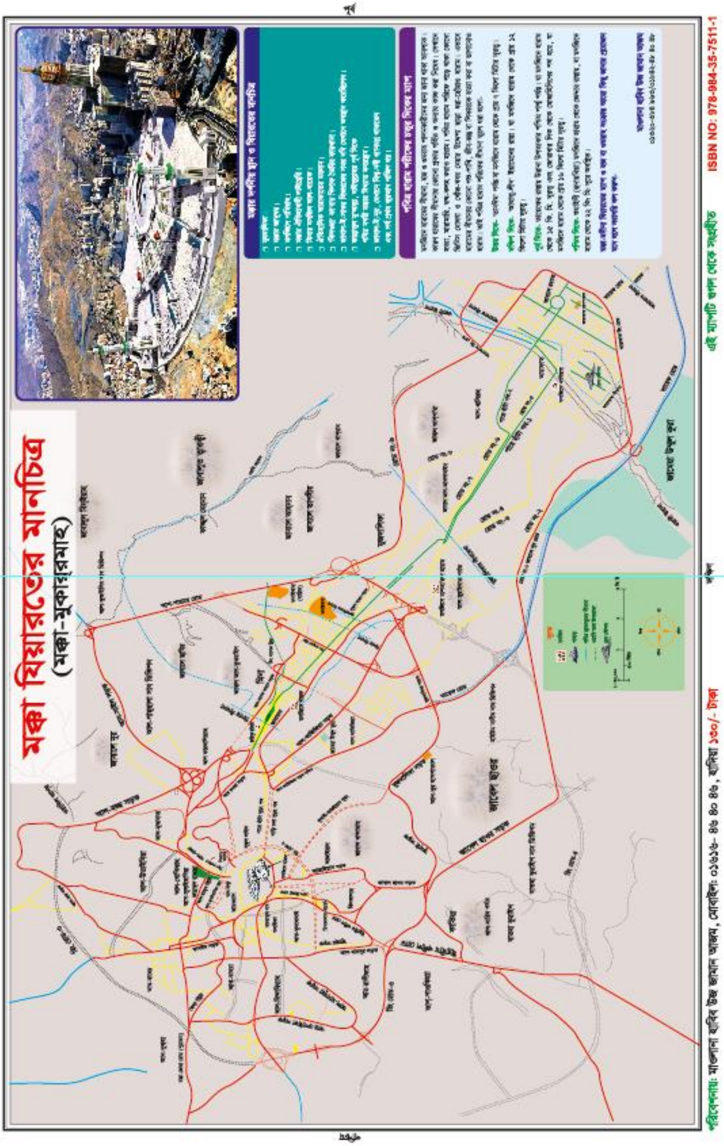
মক্কা যিয়ারতের মানচিত্র
(মক্কা-মুকাররামাহ)
ISBN NO: 978-984-35-7511-1

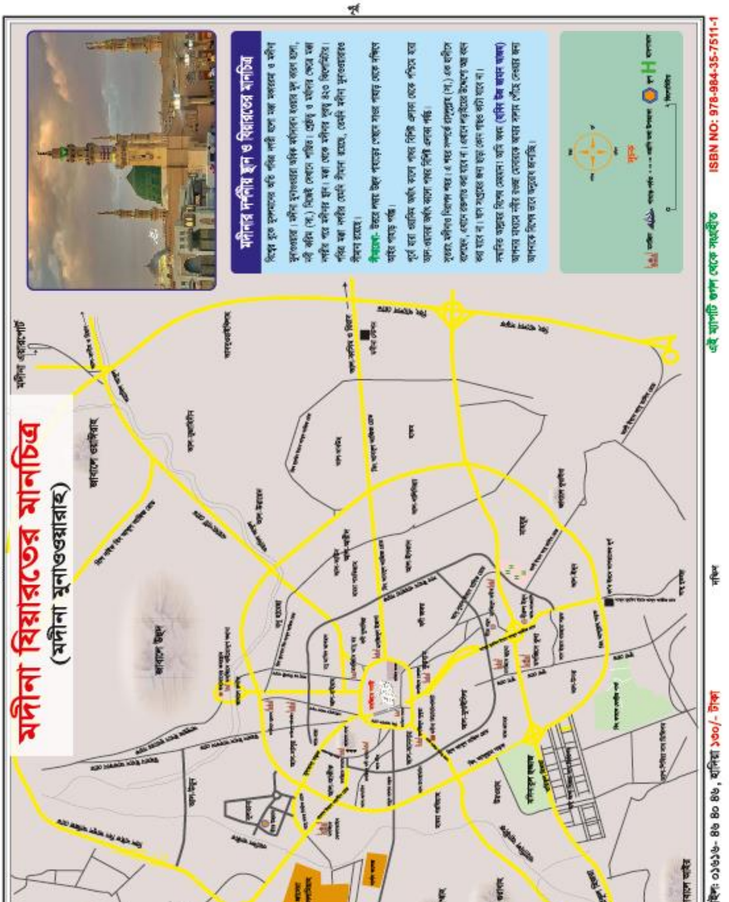
মদীনা যিয়ারতের মানচিত্র
(মদীনা মুনাওওয়ারাহ)
মদীনার দর্শনীয় স্থান ও যিয়ারতের মানচিত্র
উত্তর
দক্ষিণ
পূর্ব
পশ্চিম
ISBN NO: 978-984-35-7511-1